ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৬২ ● কলকাতা ● ২০ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৫ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হাবড়ায় মা-বাবাকে সুপারি কিলার দিয়ে খুন! মেয়ে, জামাই-সহ ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বারাকপুর: সম্পত্তির লোভে বাবা-মাকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়। সেজন্য শার্প শুটারকে সুপারি দেওয়া হয়েছিল। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার সেই ঘটনায় সাড়া পড়েছিল এলাকায়। তিনজনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ২০২০ সালের সেই খুনের ঘটনায় সাজা ঘোষণা করল বারাসত

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

ঘুষ থেকে ফাঁকিবাজি, সরকারি অফিসের 'ঘুণ' সারাতে পৃথক এজেন্সি তৈরির ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

জ্যোতি বসুর উত্তরসূরী হিসেবে বাংলার মসনদে বসার পর সরকারি কাজে গতি আনতে 'ডু ইট নাও' স্লোগান তুলেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বুদ্ধবাবুর চেয়ে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে তখতে বসা ইস্তক কলকাতা থেকে জেলা প্রশাসনিক বৈঠক সোশ্যাল মাধ্যমে লাইভ সম্প্রচার করে প্রশাসনিক কর্তাদের চাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের বৈঠকটি ছিল মূলত রাজ্যের শিল্পায়নে গতি আনার বিষয়ে। ওই মঞ্চ থেকে শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যেও মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "শিল্পপতিদেরও বলব- কেউ কিছু চাইলে দেবেন না। সরকার যখন কাজ করে তখন কারও কাছ থেকে নিয়ে নয়। রেল বিভাগ আমার হাতে ছিল, কেউ আজ পর্যন্ত বলতে পারবে না একটা টাকাও নিয়েছি। স্থানীয়ভাবে কোনও নেতা যদি টাকা চায়, আমাদের কাছে কমপ্লেন করুন। অ্যাকশন

এরপর ৩ পাতায়

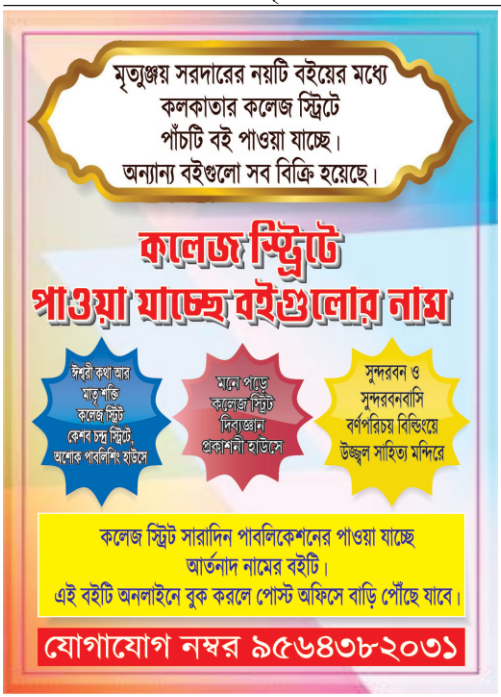

শার্প বিজনেস সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) পিক্সেল এজ ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড উন্মোচন করেছে- ওয়ার্কস্পেস এবং ক্লাসরুমের যোগাযোগের ভবিষৎ

পিক্সেল এজ ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ডের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, অনায়াস যোগাযোগ এবং বর্ধিত সহযোগিতার অভিজ্ঞতা অর্জন করুন এবং আমরা যেভাবে কাজ করি, শেখানো এবং জড়িত থাকি তা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করুন।

নিউ দিল্লি, ভারত | ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

শার্প বিজনেস সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) আজ পিক্সেল এজ চালু করার ঘোষণা করেছে- এটি একটি ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড যা গর্বের সাথে ভারতে তৈরি এবং বিশেষভাবে বি2বি গ্রাহকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই অত্যাধুনিক স্মার্টবোর্ডের লক্ষ্য আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে, পিক্সেল এজ কীভাবে দলগুলি সংযোগ স্থাপন করে, চিন্তাভাবনা করে এবং উদ্ভাবন করে তা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে। হায়দ্রাবাদে "শার্প কানেক্ট জোন" গ্রাহক রোডশোতে উপস্থাপিত এই ইভেন্টে এসএমই , বৃহৎ কর্পোরেট এবং শার্প অংশীদার সহ 300+ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এতে একটি ডেডিকেটেড কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স জোন ছিল যেখানে শার্পের বিস্তৃত প্রোডাক্ট রেঞ্জ প্রদর্শিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার, ইন্টারেক্টিভ এবং নন-ইন্টারেক্টিভ লার্জ ফরম্যাট ডিসপ্লে, ডাইনাবুক ল্যাপটপ এবং এয়ার পিউরিফায়ার। এই যুগান্তকারী সমাধানটি ভিজ্যুয়াল যোগাযোগের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে, যা ব্যবসা এবং ক্লাসরুম উভয়ের জন্যই অতুলনীয় বহুমুখীতা, স্বচ্ছতা এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি প্রদান করে।

পিক্সেল এজ ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড হল একটি যুগান্তকারী বৃহৎ ফর্ম্যাট ডিসপ্লে যা কনফারেন্স রুম, ক্লাসরুম এবং সৃজনশীল স্থানগুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। 65-ইঞ্চি, 75-ইঞ্চি এবং 86-ইঞ্চি আকারে পাওয়া যায়, এতে 1.07 বিলিয়ন পর্যন্ত রঙ এবং 65-ইঞ্চি মডেলের জন্য 350 সিডি/বর্গমিটার এবং বৃহত্তর বিকল্পের জন্য 400 সিডি/বর্গমিটার উজ্জ্বলতার মাত্রা সহ একটি অত্যাশ্চর্য 8কে এলসিডি ডিসপ্লে রয়েছে, যা প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপনার জন্য 1200:1 এর প্রেসেন্টেশন অনুপাত নিশ্চিত করে। ইউএসবি টাইপ সি ইন্টারফেসের মাধ্যমে, অডিও, ভিডিও, টাচ, ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন ফাংশনগুলিকে একটি কেবেলে একত্রিত করে সংযোগ সহজ করা হয়, যেখানে উন্নত আইআর টাচ প্রযুক্তি নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য 40টি পর্যন্ত একযোগে টাচ পয়েন্ট সমর্থন করে। বিল্ট-ইন অ্যান্ড্রয়েড ওএস কন্ট্রোলারটি স্বতন্ত্র ডিভাইসে অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সহজ অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং একটি ঐচ্ছিক ওপিএস স্লট পিসি ইন্টিগ্রেশনের জন্য অনুমতি দেয়, যা পিক্সেল এজ কে বিভিন্ন চাহিদা অনুসারে একটি বহুমুখী সমাধান করে তোলে।

আধুনিক সহযোগিতার জন্য তৈরি, পিক্সেল এজ উন্নত অডিও-ভিজ্যুয়াল সমাধান দিয়ে সজ্জিত, যার মধ্যে রয়েছে হাই পারফরমেন্স 8MP ক্যামেরা এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জন্য 8-মাইক্রোফোন অ্যারে। এর স্বজ্ঞাত অন্তর্নির্মিত পেন সফটওয়্যার স্প্লিট-স্ক্রিন এবং অন-স্ক্রিন অ্যানোটেশনের মতো ফাংশনগুলিতে সহজ অ্যাক্সেসের সুবিধা প্রদান করে, উৎপাদনশীল আলোচনা এবং তথ্যবহুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উন্নত করে। কে-শেয়ার প্রজেকশন সফটওয়্যার আইপ্যাড, স্মার্টফোন এবং পিসির মতো ডিভাইসগুলিতে অনায়াসে স্ক্রিন কাস্টিং এবং কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়, যা সত্যিকার অর্থে একটি ইন্টারেক্টিভ পরিবেশ তৈরি করে। অটোমেটিক ওভার-দ্য-এয়ার (OTA) আপডেটের মাধ্যমে, পিক্সেল এজ ডাউনটাইম ছাড়াই সর্বোত্তম পারফরমেন্স এবং স্টেবিলিটি নিশ্চিত করে। স্থায়িত্বের জন্য তৈরি, এর মজবুত, ডাস্টপ্রুফ ডিসাইন কঠিন পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন অপারেশন নিশ্চিত করে, যা এটিকে বৃহৎ উদ্যোগ, সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, এসএমই, হসপিটালিটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য আদর্শ সমাধান করে তোলে।

দক্ষিণবঙ্গের সবথেকে বড় গোরু চুরি ও পাচার চক্রের পান্ডা ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী গ্রেফতার, গোরু চুরির কৌশল ফাঁস হতেই চোখ কপালে তদন্তকারীদের সুচিন্ত্য গোস্বামী

বাঁকুড়া, জয়পুর:---দক্ষিণবঙ্গের গোরু চুরির সব থেকে বড় চক্রের পান্ডা ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে অবশেষে গ্রেফতার করল বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পুলিশ। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ও জয়পুর থানা এলাকায় একসঙ্গে আটটি গোরু চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর থানা এলাকা থেকে ওই পান্ডা ও তার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি করা গোরু পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি ট্রাককে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম সৌরভ ঘোষ ও শেখ আমির হোসেন।

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ঘুষ থেকে ফাঁকিবাজি, সরকারি অফিসের 'ঘুণ' সারাতে পৃথক এজেন্সি তৈরির ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

হবে।"ক্লাসে দিদিমনি যেভাবে ছাত্রদের পড়া ধরেন একেবারে সেই স্টাইলে কর্তাদের দাঁড় করিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের গড়িমসি নিয়ে অতীতে তীব্র ভর্ৎসনাও করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ভাল কাজের ক্ষেত্রে প্রশংসাও। কিন্তু এসবের পরও একশ্রেণির সরকারিবাবু ফাঁকিবাজি চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ ছিলই। কয়েকটি বিভাগে তো আবার টাকা না দিলে নাকি কলমই সরে না!

পরিস্থিতির মোকাবিলায় অদূর ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র এজেন্সি তৈরি করতে পারে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নের শিল্প সংক্রান্ত প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তেমনই ইঙ্গিত শুনিয়েছেন খোদ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "পুলিশের অনেক কাজ থাকে। আইনশৃঙ্খলা সামলাতে সামলাতে তারা অন্যদিকে নজর দেওয়ার সময় পায় না। আমাদেরও কিছু ইনডিপিন্ডেট এজেন্সি দরকার, যারা নজর রাখবে।"কৌতূহল নিরসনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জমির মিউটেশন, কনভার্সন এসব তো টাকা ছাড়া এগোয় না! অনেকটা কন্ট্রোল করা গেছে, কিন্তু পুরোটা করতে হবে। সরকারের কাছ থেকে বেতন নেওয়ার পরও ঘুষ কেন? অ্যাকশন নিতে হবে। তাই আমাদেরও কিছু এজেন্সি দরকার, যারা নজর রাখবে।"

একইভাবে ফায়ার লাইসেন্স. এনভাইরনমেন্ট লাইসেন্স, ব্লিডিং প্ল্যান- এগুলোর ক্ষেত্রেও টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "একটা পরিবেশ তৈরি করা। যাতে সরকারি কাজে গতি আসে। ২ ঘণ্টা কাজ করলাম, বাকি ছেড়ে দিলাম বললে হবে না।" হুঁশিয়ারির সুরে এও বলেছেন, "সরকারি কাজে ঢিলেমি সহ্য করা হবে না। গড়িমসির জন্য বাংলার ভবিষ্যত যেন নষ্ট না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু সরকারি কর্তাদেরও।"হুঁশিয়ারির সুরে এও বলেছেন, "সরকারি কাজে ঢিলেমি সহ্য করা হবে না। গড়িমসির জন্য বাংলার ভবিষ্যত যেন নষ্ট না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু সরকারি কর্তাদেরও।"

সরকারি অফিসের কাজ নিয়ে জনমানসে বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে। বছরের পর বছর লাল সুতোর ফাঁসে ফাইল আটকে থাকার অভিযোগও নতুন নয়। আবার অনেকে দায়সারার মতো না পড়েই সই, সাবুদ করে দেন। ফলে সমস্যা তৈরি হয়। এসব 'খবর' যে তাঁর কানেও পৌঁছয় এদিন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "ব্যাঙ লিখছেন না কাকের ট্যাঙ লিখছেন, অনেকে সেটাও দেখেন না। কিন্তু এ জিনিস আর বরদাস্ত করব না। সিরিয়াসলি দেখতে হবে, স্টাডি করতে হবে। আমার কাছেও তো প্রচুর ফাইল আসে। আমি যদি সেগুলো স্টাডি করতে পারি তাহলে সরকারি অফিসাররা কেন করবেন না?"হুঁশিয়ারির সুরে মনে করিয়েছেন, "কাজ করার জন্য সরকার টাকা দেয়। লালফিতের ফাঁসে দিনের পর দিন ফাইল আটকে রাখা যাবে না, সময় বদলাচ্ছে, দ্রুত কাজ করার অভ্যস্ততা গড়তে হবে।"

ট্যাংরার পর কসবা, একই পরিবারের ৩ জনের দেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ট্যাংরার পর এবার কসবা। একই পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধার হল। হালতুতে বাড়ির মধ্য থেকে তাঁদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদের নাম সোমনাথ রায়(৪০), তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা রায়(৩৫) এবং তাঁদের বছর আড়াইয়ের সন্তান রুদ্রনীল রায়। মঙ্গলবার বাড়ির দরজা ভেঙে তিনজনের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, "সোমনাথের নিজের অটো ছিল। ছেলেটি অসুস্থ ছিল। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। তার জন্য কিছু ধারদেনা হয়েছিল। হয়তো কিছুটা মানসিক চাপে

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

হাবড়ায় মা-বাবাকে সুপারি কিলার দিয়ে খুন! মেয়ে, জামাই-সহ ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আদালত। সোমবার ওই দম্পতি ও শার্প শুটারকে যাবজ্জীবন সাজা শোনালেন বিচারক।এইসব তথ্য-প্রমাণ ও সাক্ষীর ভিত্তিতে গত শুক্রবার তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করেন বারাসতের পঞ্চম এডিজে আদালতের বিচারক দিপালী শ্রীবাস্তব। এরপর এদিন দোষীদের সশ্রম যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হয়। সরকারি আইজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, "২৬জন সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে ৩০২, ২০১ ও ৩৪ ধারায় দোষীদের সশ্রম যাবজ্জীবন-সহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে পাঁচ মাস কারাদণ্ড হয়েছে। এছাড়াও অস্ত্রআইনে তিন ও পাঁচ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।"আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাবড়া থানার কুমড়া কাশিপুর এলাকায়। ওই এলাকাতেই থাকতেন বৃদ্ধ দম্পতি রামকৃষ্ণ মণ্ডল এবং তাঁর স্ত্রী লীলারানি মণ্ডল। বাজার থেকে সাত লক্ষ টাকার বেশি দেনা হয়ে গিয়েছিল জামাই বান্টি সাধুর। সেজন্য মেয়ে নিবেদিতা সাধু ও জামাই দীর্ঘদিন ধরেই সম্পত্তি বিক্রির জন্য চাপ দিচ্ছিল ওই দম্পতিকে। কিন্তু ওই দম্পতি কোনওভাবেই মেয়ে-জামাইয়ের কথা শোনেননি। শ্বশুর-শাশুড়ি সরে গেলে সম্পত্তি তাদের। সেই হিসেবে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই ওই দম্পতিকে খুনের ছক কষে বান্টি।খুনের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল শার্প শুটার অজয় দাসকে। অজয় কথা মতো কাজ করে। তদন্তে নেমে পুলিশ শুরুর দিকে ধোঁয়াশায় ছিল। মৃত দম্পতির মেয়ে-জামাইও তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করছিল। এদিকে পুলিশ বাজারে বান্টির ধারের কথা জানতে পারে। এরপর নিবেদিতা ও বান্টিকে জেরা শুরু হয়। তখনই তাদের পরিকল্পনার কথা জানা যায়। ভাড়াটে খুনি অজয়কেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তদন্তকারী অফিসার রামকৃষ্ণ গুড়িয়া তিনজনকে গ্রেপ্তার করে চার্জশিট, সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেন। পাশাপাশি অজয়ের মোবাইল ফোনে থাকা 'সুপারির কল রেকর্ড' সংগ্রহ করে ধৃতদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ফরেনসিক পরীক্ষা করালে মিলে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া পোড়া সিগারেটের ফিল্টার থেকে ডিএনএ প্রোফাইল বিশ্লেষণ করলে তাও বান্টি ও অজয়ের সঙ্গে মেলে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া কার্তুজের খোলের সঙ্গেও খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রর ব্যালিস্টিক ম্যাচ করে যায়।

সম্পাদকীয়

বাড়াবাড়ি করবেন না! নবান্ন থেকে কড়া হুঁশিয়ারি মমতার

২০১১ সালে বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদল হলেও বাম জামানায় পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক শিল্প বন্ধের জন্য অনেকেই দায়ী করে থাকেন সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু-কে। এই সংগঠনের জঙ্গিপনা রাজ্যে কলকারখানা বন্ধের অন্যতম কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। সেই, 'মানছি না,মানবো না সংস্কৃতি' একসময়ের শিল্প-কলকারখানার ঠাসা বাংলাকে কার্যত শিল্পশূন্য করে তুলেছে।একইসাথে মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ট্রেড ইউনিয়ন চালাতে টাকা চেয়ে জুলুমবাজি চলবে না। সংগঠন চালাতে অর্থের প্রয়োজন একথা মেনে নিয়েই তিনি জানিয়েছেন সেই অর্থ চাঁদা বা অনুদান থেকেই আসে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'মানুষ যদি ভালোবেসে কোনও পার্টিকে কিছু দিতে চায় দিতেই পারে'।তবে বাম জামানা এখন অতীত! ক্যালেন্ডারের সাথেই বদলেছে সরকার-রাজ্য-রাজনীতি। তবে বদলায়নি সেই পুরনো 'দাদাগিরি।' দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলায় ক্ষমতায় রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তখন সিটু যেমন ক্ষমতাশালী ছিল এখন ততটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়ন তথা আইএনটিটিইউসি ।

সোমবার নবান্নের বৈঠক থেকে দলের সেই শ্রমিক সংগঠনের উদ্দেশ্যে সরাসরি কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে বলবো অযথা বাড়াবাড়ি করবেন না। দরকারি বিষয় হলে সরাসরি কথা বলে বিষয়টা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। একইসাথে তাঁর সংযোজন, 'কারও ব্যক্তিগত চাহিদার জন্য কিছু করা যাবে না। স্থানীয় কোনও নেতা টাকা চাইলে দ্রুত প্রশাসনকে জানাবেন। প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের বেশ কয়েক জন নেতাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন মমতা। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উদ্দেশ্যে এদিন তিনি বলেছেন, 'দুর্গাপুরের আইএনটিটিইউসির সভাপতি চেঞ্জ করতে বলেছি। হলদিয়াতেও আইএনটিটিইউসি চেঞ্জ করতে হবে। দরকার হলে এমন আরও কয়েকটা জায়গায় চেঞ্জ করব।'

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বারোতম পর্ব)

একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই মন্দির ৫১ সতীপীঠের অন্যতম বলে কথিত। এই স্থানটির নামও এখানকার ঐতিহ্যবাহী তারা আরাধনার সঙ্গে যুক্ত।তবে শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমে অন্যতম প্রধান শাক্তপীঠ তারাপীঠ। ঠিক কবে এই পীঠস্থান আবিষ্কৃত হয়, তা যেমন সঠিক জানা যায় না। তেমনই সুস্পষ্ট নয় তারাদেবীর কাল্ট সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। অতিপ্রাচীন দেবীশিলা মা উগ্রতারা, বশিষ্ঠদেবের পরম্পরা, সর্বোপরি দিব্যপুরুষ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্ষ্যাপাকে ঘিরে চলিত রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি। বীরভূমের প্রধানতম তীর্থ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ট্যাংরার পর কসবা, একই পরিবারের ৩ জনের দেহ উদ্ধার

ছিল। কিন্তু, কাউকে কিছু বলত না।"

সুমিত্রার বাবা বলেন, "আমার মেয়ে-জামাই খুব ভাল ছিল। জামাই অটো চালাতেন। জায়গা নিয়ে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে সমস্যা ছিল। গন্ডগোলও হত।"কয়েকদিন আগেই ট্যাংরায় একই পরিবারের দুই গৃহবধূ ও এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ট্যাংরার দে পরিবার দেনায় ডুবে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এদিন যে পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেই পরিবারের কর্তা সোমনাথ রায় পেশায় অটোচালক ছিলেন। জানা গিয়েছে, তাঁরও অনেক ধারদেনা ছিল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পাওনাদার বাড়িতে এসে টাকা চেয়েছিলেন। হুমকিও দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

এদিন সকালে প্রতিবেশীরা ওই পরিবারের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তিনজনের দেহ উদ্ধার করে। শিশুটিকে মেরে দম্পতি আত্মহত্যা করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ভৃগুবার প্রদোষ ব্রতঃ শুক্রবারে যে প্রদোষ পালিত হয় তাই ভৃগুবার প্রদোষ ব্রত। এই ব্রত পালনে ভক্তদের মধ্যে সন্তোষ আসে এবং ব্যক্তি জীবনের সকল বাধা বিপত্তির অবসান ঘটে। শনি প্রদোষ ব্রতঃ সকল প্রদোষ ব্রতের মধ্যে এই শনি প্রদোষ ব্রতের তাৎপর্য অপরিসীম কেননা ব্রত পালনের ফলে

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঘুরছে খেলা, পাল্টি খাচ্ছে বাংলাদেশ! ভারতের প্রসঙ্গে এবার উল্টো সুর ইউনূসের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি একাধিক ইস্যু নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে দূরত্ব বেড়েছে ভারত ও বাংলাদেশের । হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে ক্রমশ জোড়ালো হয়েছে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে সেদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে উত্তেজনা তৈরির মতো একাধিক ঘটনা প্রশ্নের মুখে ফেলেছে স্বয়ং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসকে।এরই সাথে ইউনূস যুক্ত করেন, 'তবে মাঝখানে কিছু কিছু মেঘ দেখা দিয়েছে। তা অপপ্রচারের কারণে এসেছে। এই অপপ্রচার কোন শত্রুরা করছে, সেটা বিচার করতে হবে। কিন্তু এই অপপ্রচারের ফলে আমাদের সঙ্গে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ভারতের। সেই ভুল বোঝাবুঝি থেকে আমরা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের সব সময় যোগাযোগ হচ্ছে। তারা এখানে আসছে, আমাদের লোকজন সেখানে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আমার প্রথমেই কথা হয়ে গিয়েছে।'তবে এবার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ভারতকে নিয়ে 'সুখ্যাতি' শোনা গেল ইউনূসের গলায়। সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস বলেন, কোনও বিকল্প নেই, ভারত ও বাংলাদেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কিছু বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে ঠিকই, তবে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে ভারতের সাথে।আগামী ৩-৪ এপ্রিল থাইল্যান্ডে বিমস্টেক সম্মেলনে অংশ নিতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। সম্মেলনের ফাঁকে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান একান্ত আলাপচারিতায় বসবেন নাকি তা নিয়ে এখন রীতিমত জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে সব মহলে। থাইল্যান্ড সফরের আগে ইউনূসের এহেন মন্তব্য তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিন বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইউনূস বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক খুবই ভালো। আমাদের সম্পর্কের কোনও অবনতি হয়নি। আমাদের সম্পর্ক সব সময় ভালো থাকবে। এখনও ভালো আছে, ভবিষ্যতেও ভালো থাকবে। বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক ভালো না থেকে উপায় নেই। আমাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ, আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা অনেক বেশি। ঐতিহাসিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে আমাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সেটার থেকে আমরা সরে আসতে পারব না।'

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ঘাট পরিচ্ছন্ন করে তোলা - আশীর্বাদ প্রাপ্তি : মহাকুম্ভ ২০২৫-এর পর দ্বৈত উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ ২০২৫ উপলক্ষে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্য অবগাহন করেছেন ৬৬.৩০ কোটিরও বেশি মানুষ। ৪৫ দিনের এই সমারোহ আধ্যাত্মিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনবদ্য প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মহাকুম্ভ ২০২৫-এর সম্মিলনস্থল পরিচ্ছন্ন রাখতে সাফাইকর্মীদের উদ্যোগ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে। পাশাপাশি, গঙ্গা পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে রেকর্ড ৩২৯ জন এবং সামগ্রিক ভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে রেকর্ড ১৯ হাজার মানুষ সামিল হয়েছেন। পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষার এই উদ্যোগকে কুর্ণিশ জানিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এপ্রিল ২০২৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন। এছাড়াও ১০ হাজার টাকার বোনাসের কথাও জানানো হয়েছে।

মেলা শেষ হওয়ার পর ওই এলাকাকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়া বেশ বড় একটি কাজ। সেজন্যই উত্তরপ্রদেশ সরকার ১৫ দিনের পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির সূচনা করেছে। হাজার হাজার সাফাইকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নদীর পাড়, রাস্তা পরিচ্ছন্ন করে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছেন। বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মেলার সময় গড়ে তোলা ১.৫ লক্ষ ভ্রাম্যমান শৌচালয়, অস্থায়ী তাবু সরিয়ে নেওয়া, বর্জ্যের যথাযথ প্রক্রিয়াকরণে।

এর পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ নাগরিকদেরও নদীর জল পরিচ্ছন্ন রাখায় উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে।

একথা অনস্বীকার্য যে সাফাইকর্মী, নিরাপত্তাকর্মী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহায়তা ছাড়া মহাকুম্ভ ২০২৫-এর সফল আয়োজন অসম্ভব হয়ে পড়তো। দৈনিক ১৫ হাজার সাফাইকর্মী এবং ২ হাজার 'গঙ্গা সেবাদূত' দিন-রাত এক করে 'স্বচ্ছ কুম্ভ'-এর ধারণার বাস্তবায়নে কাজ করে গেছেন।

উত্তরপ্রদেশের যে সব বাসিন্দা মহাকুম্ভে আসতে পারেননি, তাঁদের কাছেও ত্রিবাণী সঙ্গমের পুণ্যজল পৌঁছে দেওয়ায় দমকল ও জরুরী বিভাগকে দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষ লিটার জল বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর এক দিক থেকে এই মহাকুম্ভ নজির গড়েছে। উত্তরপ্রদেশের সংশোধনাগাড়গুলির ৯০ হাজারেরও বেশি বাসিন্দাকে পুণ্যজলে স্নান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সবমিলিয়ে বলতে গেলে, মহাকুম্ভ কেবলমাত্র একটি আধ্যাত্মিক সম্মেলনই নয়, মানুষের সহিষ্ণুতা এবং সম্মিলিত উদ্যোগের এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে।

(২ পাতার পর)

দক্ষিণবঙ্গের সবথেকে বড় গোরু চুরি ও পাচার চক্রের পান্ডা ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী গ্রেফতার, গোরু চুরির কৌশল ফাঁস হতেই চোখ কপালে তদন্তকারীদের

আমিরের বাড়ি হুগলীর খানাকুল থানা এলাকায় হলেও মূল পান্ডা সৌরভের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে চলতি বছর ১৯ জানুয়ারি বাঁকুড়ার কোতুলপুর ও জয়পুর থানা এলাকায় একাধিক গোরু চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় সিট গঠন করে তদন্তে নেমে সে সময় জয়পুর থানা এলাকা থেকে বেশ কিছু চুরি করা গোরু সহ একটি ট্রাক আটক করে পুলিশ। ট্রাক থেকে আটক করা হয় বেশ কয়েকজন পাচারকারীকেও। এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ধীরে ধীরে ওই চক্রের মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করলেও চক্রের মূল পান্ডা সৌরভ ঘোষের নাগাল কিছুতেই পাচ্ছিল না পুলিশ। অবশেষে বিশেষ প্রযুক্তি, কৌশল ও সূত্র কাজে লাগিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডীপুর থেকে এক সহযোগী সহ সৌরভকে গ্রেফতার করে জয়পুর থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোরু চুরি পাচার কান্ডের যে তথ্য পুলিশের হাতে আসে তাতে চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। জানা গেছে সৌরভ ঘোষ এই চক্র পরিচালনা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোরু চুরি ও পাচারের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতলা, নদেখালি ও ফলতা এলাকা থেকে পেশাদার চোর নিয়োগ করত সৌরভ। নিযুক্তদের চুরি ও পাচারের জন্য গোরু পিছু দেওয়া হত ৫০০ টাকা। আগে থেকে রেইকি করে একসঙ্গে একইদিনে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ টি গোরু চুরির ব্লু প্রিন্ট তৈরী করে তা নিযুক্ত পেশাদার চোরদের বুঝিয়ে দিত সৌরভই। চুরির পর দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে গোরু নিয়ে যাওয়া হত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। চুরি করা গোরু পরিবহনের জন্যও বিশেষ কৌশল ব্যবহার করত সৌরভ। ফাইনান্সের কিস্তি চালাতে না পারা ট্রাক মালিকদের কাছ থেকে ফাইনান্সের কিস্তি মিটিয়ে দেওয়ার নাম করে ট্রাক ধার নিত সৌরভ। সেই ট্রাকগুলিকেই ব্যবহার করা হত গোরু পরিবহনের জন্য। গোরু চুরি করে তা পাচার করা পর্যন্ত গোরু পিছু সৌরভের খরচ হত মেরেকেটে এক হাজার টাকা। সেই গোরুই দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন কষাইখানায় বিক্রি করা হত ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকায়। বিপুল লাভের এই ব্যবসায় অত্যন্ত বিলাস বহুল জীবন যাপন করত সৌরভ। মাসের বেশিরভাগ দিনই সে বাড়িতে না কাটিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে নামীদামী হোটেলে দিন কাটাতো। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সৌরভ মোবাইল ফোন ব্যবহার করত খুব কম। ব্যবহার করলেও অল্প দিনের ব্যবধানে বদল করে ফেলত সিম কার্ড। আর এভাবেই ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দিয়েছিল নিজের সাম্রাজ্য। পুলিশের দাবী চক্রের মূল পান্ডা সৌরভকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাজকর্ম নিয়ে আরো বিশদে জানার পাশাপাশি চক্রে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা চালানো হবে।

বাঁকুড়া, জয়পুর:---দক্ষিণবঙ্গের গোরু চুরির সবথেকে বড় চক্রের পান্ডা ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে অবশেষে গ্রেফতার করল বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পুলিশ। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ও জয়পুর থানা এলাকায় একসঙ্গে আটটি গোরু চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর থানা এলাকা থেকে ওই পান্ডা ও তার সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি করা গোরু পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি ট্রাককে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম সৌরভ ঘোষ ও শেখ আমির হোসেন। আমিরের বাড়ি হুগলীর খানাকুল থানা এলাকায় হলেও মূল পান্ডা সৌরভের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে চলতি বছর ১৯ জানুয়ারি বাঁকুড়ার কোতুলপুর ও জয়পুর থানা এলাকায় একাধিক গোরু চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় সিট গঠন করে তদন্তে নেমে সে সময় জয়পুর থানা এলাকা থেকে বেশ কিছু চুরি করা গোরু সহ একটি ট্রাক আটক করে পুলিশ। ট্রাক থেকে আটক করা হয় বেশ কয়েকজন পাচারকারীকেও। এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ধীরে ধীরে ওই চক্রের মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করলেও চক্রের মূল পান্ডা সৌরভ ঘোষের নাগাল কিছুতেই পাচ্ছিল না পুলিশ। অবশেষে বিশেষ প্রযুক্তি, কৌশল ও সূত্র কাজে লাগিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডীপুর থেকে এক সহযোগী সহ সৌরভকে গ্রেফতার করে জয়পুর থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোরু চুরি পাচার কান্ডের যে তথ্য পুলিশের হাতে আসে তাতে চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। জানা গেছে সৌরভ ঘোষ এই চক্র পরিচালনা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোরু চুরি ও পাচারের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতলা, নদেখালি ও ফলতা এলাকা থেকে পেশাদার চোর নিয়োগ করত সৌরভ। নিযুক্তদের চুরি ও পাচারের জন্য গোরু পিছু দেওয়া হত ৫০০ টাকা। আগে থেকে রেইকি করে একসঙ্গে একইদিনে কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ টি গোরু চুরির ব্লু প্রিন্ট তৈরী করে তা নিযুক্ত পেশাদার চোরদের বুঝিয়ে দিত সৌরভই। চুরির পর দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে গোরু নিয়ে যাওয়া হত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। চুরি করা গোরু পরিবহনের জন্যও বিশেষ কৌশল ব্যবহার করত সৌরভ। ফাইনান্সের কিস্তি চালাতে না পারা ট্রাক মালিকদের কাছ থেকে ফাইনান্সের কিস্তি মিটিয়ে দেওয়ার নাম করে ট্রাক ধার নিত সৌরভ। সেই ট্রাকগুলিকেই ব্যবহার করা হত গোরু পরিবহনের জন্য। গোরু চুরি করে তা পাচার করা পর্যন্ত গোরু পিছু সৌরভের খরচ হত মেরেকেটে এক হাজার টাকা। সেই গোরুই দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন কষাইখানায় বিক্রি করা হত ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকায়। বিপুল লাভের এই ব্যবসায় অত্যন্ত বিলাস বহুল জীবন যাপন করত সৌরভ। মাসের বেশিরভাগ দিনই সে বাড়িতে না কাটিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে নামীদামী হোটেলে দিন কাটাতো। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে সৌরভ মোবাইল ফোন ব্যবহার করত খুব কম। ব্যবহার করলেও অল্প দিনের ব্যবধানে বদল করে ফেলত সিম কার্ড। আর এভাবেই ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দিয়েছিল নিজের সাম্রাজ্য। পুলিশের দাবী চক্রের মূল পান্ডা সৌরভকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাজকর্ম নিয়ে আরো বিশদে জানার পাশাপাশি চক্রে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা চালানো হবে।

সিনেমার খবর

সান্যর ‘মিসেস’ সিনেমার গল্পে আপত্তি কঙ্গনার

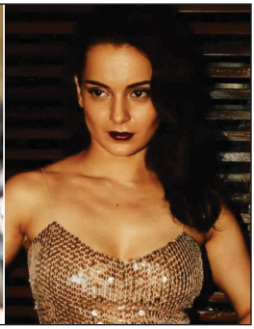

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সান্য মলহোত্রের সিনেমা ‘মিসেস’। সিনেমাটিতে তুলে ধরা হয়েছে এক নারীর শ্বশুরবাড়ির জীবনযাপন। নিজের স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে শ্বশুরবাড়ির সেবায় মন দিতে হয় ওই নারীকে। সম্বন্ধ করে বিয়ের পরে একান্নবর্তী পরিবারে গিয়ে পুরুষতন্ত্রের শিকার হয় সান্যের অভিনীত চরিত্র ‘রিচা’। সিনেমাটির প্রশংসায় মেতেছেন দর্শকেরা। তবে সান্যের সিনেমা নিয়ে আপত্তি জানালেন কঙ্গনা রনৌত।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই নিজের মতামত প্রকাশ করেন বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা। ‘মিসেস’ সিনেমার বিষয়বস্তু নিয়েই সমস্যা কঙ্গনার। একান্নবর্তী পরিবারকে ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে আপত্তি কঙ্গনার। তাছাড়া, গৃহবধূদের সঙ্গে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত শ্রমিকের তুলনারও বিরোধিতা করেছেন তিনি। নিজের ঘরের ও সন্তানের জন্য কাজ করার সঙ্গে শ্রমিকের তুলনা টানা মোটেই ঠিক নয় বলেই মত কঙ্গনার।

তবে ‘মিসেস’ সিনেমার নাম না উহ্য রেখেই বিরোধিতা করেছেন কঙ্গনা। একটি পোস্টে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তিনিও একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছেন। নারীরা পরিবারের কোনও দায়িত্ব নিচ্ছেন না, এমন তিনি দেখেননি। বরং মহিলারাই নাকি ঠিক করতেন, বাড়িতে কখন খাওয়াদাওয়া হবে, কখন বাড়ির সকলে ঘুমোতে যাবেন, কখন কেউ বাইরে যাবেন। তার বাড়িতে নাকি নারীদের তত্ত্বাবধানেই সব কিছু হত। স্বামীর খরচের হিসাবও তাদের কাছে থাকত। পুরুষদের ঘনঘন বাইরে যাওয়া ও মদ্যপান নিয়ে নারীরাই আপত্তি জানাতেন।

এখানেই শেষ নয়। বিয়ে নিয়েও নিজের মতামত জানান কঙ্গনা। তার মতে, বিয়ে মানে শুধুই সঙ্গীর থেকে মনোযোগ ও মান্যতা পাওয়া নয়। বরং বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রয় পান প্রবীণ ও সহায়তা পায় সদ্যোজাতেরা। আগের প্রজন্মের প্রায় সবাই কোনও প্রশ্ন না করেই বাবা-মায়ের সেবা করতেন।

এই বিষয়ে কঙ্গনার মন্তব্য, বলিউডের বহু সিনেমায় বিয়ে নামক ধারণাকেই নষ্ট করে দিয়েছে। এই দেশে যেভাবে বিয়ে হয়ে এসেছে এত দিন, সেভাবেই বিয়ে হওয়া উচিত। বিয়ের সব সময়েই একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য হলো ধর্ম, যার অর্থ কর্তব্য। নিজের কর্তব্যটুকু করুন। তাতেই হবে। জীবন খুবই ছোট। বেশি মান্যতা পেতে গেলে মনোবিদের সঙ্গে একাই জীবনটা কাটাতে হবে।

দুশ্চিন্তায় সময় কাটছে ভূমির, আছেন নিরাপত্তাহীনতায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শুধু নারী হওয়ার কারণে নিজ দেশে নিরাপত্তাহীনতায় দিনযাপন করছেন ভূমি পেড়নেকর। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে এ কথাই বলেছেন এ বলিউড অভিনেত্রী। তাঁর দাবি, ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি মহিলা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

অভিনেত্রীর কথায়, গত কয়েক দশকে শিক্ষার হার বাড়লেও মহিলাদের ওপর ঘটে চলা অত্যাচার এতটুকু কমেনি। যে কারণে ঘরে ও বাইরে কোথাও নারীরা নিরাপদ নয়। অন্যদের মতো আমিও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এমনই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় সময় কাটে। এ দুশ্চিন্তা বিনোদন জগতের বাইরের মহিলাদের নিয়েও।

ভূমি বলেন, ‘একজন ভারতীয় নারী

ভূমি পেড়নেকর

হিসেবে আমার সত্যিই ভয় করে। শুধু বিনোদন জগতের কথাই বলছি না। আমার তুতো বোন আমার সঙ্গেই মুম্বাইয়ে থাকে। ভয় করে যখন ওর বাড়ি ফিরতে রাত ১১টা বেজে যায়। খুব চিন্তা হয়।’

গত বছর আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল হেমা কমিটির রিপোর্ট। মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতে মহিলাদের ওপর ঘটে চলা যৌন হেনস্তার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে এ রিপোর্টের মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে ভূমি বলেন, ‘ভারতের একটি অঞ্চলের চলচ্চিত্র জগতেই কেবল আইনসম্মতভাবে এ নিয়মগুলো মেনে চলা হয়েছে। রিপোর্টের মাধ্যমে সাংঘাতিক ও নির্মম কিছু ঘটনা প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। প্রায়ই সংবাদমাধ্যমের শীর্ষে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা দেখতে দেখতে এখন অনেকটা ক্লান্ত। অচিরেই এর সমাধান খুঁজে বের করতে না পারলে দিনদিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এমন দিন আসুক, এটা যা কল্পনাও করতে চাই না।’

এদিকে সদ্য মুক্তি পেয়েছে ভূমির নতুন সিনেমা ‘মেরে হাজব্যান্ড কি বিবি’। এ সিনেমায় তাঁর সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন অর্জুন কাপুর ও রাকুল প্রীত সিং। শিগগিরই মুক্তি পাবে অভিনেত্রীর নতুন সিরিজ ‘দলদল’। এতে পুলিশের চরিত্রে দেখা যাবে ভূমি পেড়নেকরকে।

নিজের বায়োপিকে অভিনয় করবেন কে, জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নির্মাণ হতে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর জীবনীনির্ভর সিনেমা। সৌরভ গাঙ্গুলীর চরিত্রে কে অভিনয় করবেন তা নিয়ে ছিল বিস্তর আলোচনা। এ তালিকায় এসেছে রণবীর কাপুর, রণভীর সিং থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান খুরানা, রাজকুমার রাওয়ের নাম।

তবে কে হতে যাচ্ছেন পর্দার সৌরভ গাঙ্গুলী, এই প্রশ্ন উড়েছে বলিউডের বাতাসে। তবে এবার বোধ হয় উত্তর মিললো। কারণ, সৌরভ জানিয়েছেন, তার চরিত্রে দেখা যাবে রাজকুমার রাওকে।

ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় সৌরভ বলেন, ‘আমি যা শুনেছি, তাতে রাজকুমার রাও এই চরিত্রে (প্রধান চরিত্রে) অভিনয় করবেন। তবে তারিখ নিয়ে সমস্যা আছে। তাই এটি মুক্তি পেতে এক বছরেরও বেশি সময় লাগবে।’

সাবেক এই অধিনায়ক ভারতের হয়ে ১১৩টি টেস্ট এবং ৩১১টি ওয়ানডে খেলেছেন। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সকল ফর্ম্যাট মিলিয়ে ১৮,৫৭৫ রান করেছেন। কলকাতার রাজপুত্র পরবর্তীতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) এর সভাপতি হন। গত বছরের অক্টোবরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি নিযুক্ত হন তিনি।

তিনি ভারতকে ২১টি টেস্ট জয় এবং ২০০৩ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই তারকা ক্রিকেটার বিসিসিআইয়ের টেকনিক্যাল কমিটিতেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং ভারতের কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকর এবং ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গে ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটির সদস্যও ছিলেন।

২০০৮ সালে গাঙ্গুলি তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার থেকে অবসর ঘোষণা করেন। তিনি ১৮,০০০-এরও বেশি আন্তর্জাতিক রান করেন।

সামনে রাজকুমার রাওকে ‘ভুল চুক মাফ’ সিনেমায় দেখা যাবে। সম্প্রতি এটির টিজার প্রকাশ পেয়েছে। করণ শর্মা পরিচালিত সিনেমাটি ম্যাডক ফিল্মসের অধীনে দীনেশ বিজন এবং অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওর সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে।

এছাড়াও রাজকুমার রাও অভিনীত সিনেমা ‘মালিক’ আছে মুক্তির তালিকায়। টিপস ফিল্মসের ব্যানারে এবং জয় শেওয়াক্রমানির নর্দান লাইটস ফিল্মসের অধীনে এটি প্রযোজনা করেছেন কুমার তৌরানি। ‘মালিক’ সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ২০ জুন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি স্পেশাল

অস্ট্রেলিয়া বাধা টপকে ফাইনালে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আরও একটা রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার বাধা টপকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত। বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। স্পিনারদের দাপট। স্টিভ স্মিথ, অ্যালেক্স ক্যারির দুর্দান্ত ইনিংসে ভারতকে ২৬৫ রানের টার্গেট দেয় অজিরা। ভারতের টপ অর্ডার এ দিনও ব্যর্থ। তবে মিডল অর্ডার ফের ভরসা দিল। চেজমাস্টার বিরাট কোহলির সঙ্গে দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ শ্রেয়স আইয়ারের। শ্রেয়স এবং জয়ের খুব কাছে পৌঁছে বিরাট ফিরলেও দলকে চাপে পড়তে দেননি লোকেশ রাহুল ও হার্দিক পান্ডিয়া। ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন, ২০১৭ সালে রানার্স, আরও একবার ফাইনাল। দুবাইয়ের পিচ একেক ম্যাচে একেক রকম আচরণ করেছে। রোহিত শর্মাও সে কথা জানিয়েছিলেন। প্রথম তিন ম্যাচে মন্থর ছিল। তুলনামূলক এ দিনের পিচ ভালো। তবে এই পিচে অস্ট্রেলিয়া ২৭০ পেরোলে চাপ বাড়ত। পিচ ভালো হলেও স্পিনাররা সুবিধা পাচ্ছিলেন। তেমনই মিডিয়াম পেসারদের বলে শট খেলাও চাপ। বিরাট কোহলি-শ্রেয়স আইয়ার মিডল ওভারে প্রচুর সিঙ্গল, স্ট্রাইক রোটেট করে ভিত গড়ে দেন। শেষ দিকে অবশ্য চাপ বাড়ে। ২৪ বলে ২৭ রানের টার্গেট দাঁড়ায়। একটা সময় অবধি মনে হচ্ছিল, ভারতের জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু বিরাট কোহলি ফিরতেই ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে সাময়িক অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। অ্যাডাম জাম্পার বোলিংয়ে হার্দিক পান্ডিয়া পর পর দুটো ছয় মারতেই গ্যালারিতে সেলিব্রেশন শুরু হয়ে যায়। শেষ তিন ওভারে ভারতের টার্গেট দাঁড়ায় মাত্র ১২ রান। তখন অনেকটাই চিন্তা মুক্ত। শর্ট পিচ ডেলিভারিতে ভারতকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে অজি পেসার নাথান এলিস। ফাঁদে পা দেননি রাহুল-হার্দিক। স্ট্রেট ব্যাটে খেলারই চেষ্টা করছিলেন। হার্দিক আরও একটা বাউন্ডারি মারতেই ক্রমশ জয়ের দিকে ভারত। কিন্তু হার্দিক পান্ডিয়াও শেষ মুহূর্তে আউট। লোকেশ রাহুল ছয় মেরে ম্যাচ ফিনিশ করেন। শেষ অবধি ১১ বল বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে জয় এবং ফাইনাল নিশ্চিত। টানা তৃতীয় বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত।

শোয়েবের কাছে প্রতারক বাবর আজম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এক সময় বাবর আজমকে মনে করা হতো আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটারদের একজন। বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন ও জো রুটের সঙ্গে তার নাম উচ্চারিত হতো ফ্যাবুলাস ফোরের সমকক্ষ হিসেবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বড় মঞ্চে যখন এই চার তারকা নিজেদের প্রমাণ করেছেন, তখন বাবর বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। চলমান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও পারফরম্যান্সে হতাশ করেছেন পাকিস্তানের এই ব্যাটার।

২৩ ফেব্রুয়ারি) ভারতের বিপক্ষে ৬ উইকেটে হারের ফলে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কায় রয়েছে পাকিস্তান। এর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও হারতে হয়েছিল দলটিকে। দুই ম্যাচেই বাবর আজমের ব্যাটিং নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কিউইদের বিপক্ষে ৯০ বলে ৬৪ রান করা বাবর ভারতের বিপক্ষে ২৬ বলে ২৩ রান করে আউট হন হার্দিক পান্ডিয়ার বলে। তার ধীরগতির ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনা চলছে দেশজুড়ে।

অন্যদিকে, বাবরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিরাট কোহলি আরও একবার দেখিয়েছেন বড় মঞ্চে তার অসাধারণ দক্ষতা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫১তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি করে দলকে সহজ জয় এনে দিয়েছেন এই ভারতীয় ব্যাটার। বাবরের ফর্মহীনতা ও ব্যর্থতা নিয়ে এবার কঠোর সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা পেসার শোয়েব আখতার। পাকিস্তানের এক টক শোতে তিনি বাবরকে 'প্রতারক' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

শোয়েব বলেন, 'আমরা সবসময় বাবরকে বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা করেছি। কিন্তু এখন বলুন তো, বিরাটের নায়ক কে? শচীন টেন্ডুলকার, যিনি ১০০ সেঞ্চুরি করেছেন। বিরাট তাকে অনুসরণ করছে। কিন্তু বাবরের নায়ক কে? সে ভুল পথে হেঁটেছে এবং ভুল মানসিকতা নিয়ে এগিয়েছে। শুরু থেকেই সে আমাদের প্রতারণা করে আসছে।'

বাবরের এমন ধারাবাহিক ব্যর্থতা তাকে পাকিস্তানের ক্রিকেট ভক্তদের রোষানলে ফেলেছে। বিশেষ করে আইসিসির টুর্নামেন্টে তার ব্যর্থতা প্রশ্ন তুলেছে, আদৌ তিনি পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় তারকা হতে পেরেছেন কিনা।

জাতীয় দলে ফিরতে প্রস্তুত কোর্তোয়া

থিবো কোর্তোয়া।

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দোমেনিকো তেদেস্কোর ছাঁটাইয়ের পর জাতীয় দলে খেলা নিয়ে নিজের ভাবনা বদল করেছেন থিবো কোর্তোয়া। গত জানুয়ারিতে তেদেস্কোকে ছাঁটাই করে রুদি গার্সিয়াকে দায়িত্ব দেয় বেলজিয়াম। তাই আন্তর্জাতিক ফুটবলে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে এখন পুরোপুরি প্রস্তুত কোর্তোয়া। আর অভিজ্ঞ এই গোলকিপারকে ফিরে পেতে উন্মুখ হয়ে আছেন নতুন কোচ গার্সিয়াও।

আগের কোচ তেদেস্কোর সঙ্গে ঝামেলার কারণে দীর্ঘ দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন কোর্তোয়া। ২০২৩ সালের জুনের পর আর দেশের হয়ে খেলেননি অভিজ্ঞ এই গোলরক্ষক। তবে বর্তমানে সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসেই জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে কোর্তোয়াকে।

সাবেক ইংলিশ ফুটবলার রিও ফার্দিনান্দের সঙ্গে এক পডকাস্টে কোর্তোয়া বলেন, 'আমি জাতীয় দলকে মিস করেছি। তবে এখন আমি (ফেরার জন্য) প্রস্তুত।' নেশন্স লিগের দুই লেগের প্লে-অফে মার্চে ইউক্রেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বেলজিয়াম।

২০২২ বিশ্বকাপের পর বেলজিয়োমের দায়িত্ব নেন তেদেস্কো। শুরুটা বেশ ভালোই ছিলো। তার কোচিংয়ে প্রথম ১৩ ম্যাচের কোনোটিতেই হারেনি বেলজিয়াম। কিন্তু গত বছর ইউরোতে শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নেয় দল। পরে নেশন্স লিগে গ্রুপের ছয় ম্যাচে স্রেফ একটি জিতে তৃতীয় হয় তারা।

সবশেষ গত নভেম্বরে ইসরায়েলের কাছে হারার পর থেকেই তার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে সবশেষ ১০ ম্যাচে বেলজিয়ামের জয় ছিল স্রেফ একটি। সেটির খেসারতই দিতে হলো ইতালিয়ান এই কোচকে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR